নারদীশিক্ষায় আদি-নারদ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ষড়্‌জগ্রাম, পঞ্চম, কৈশিক, কৈশিকমধ্যম, মধ্যমগ্রাম, সাধারিত, ষাড়ব প্রভৃতি গ্রামরাগের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

ঈষৎ স্পৃষ্টো নিষাদস্তু গান্ধারশ্চাধিকো ভবেৎ।
ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্‌জগ্রামং তু নির্দিশেৎ॥
অন্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্॥

কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ ॥
কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্ ॥[১২]

পরবর্তীকালে শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগাধ্যায়ে এ'গুলিকে শুদ্ধরাগ অর্থে শুদ্ধগ্রামরাগ বলেছেন। যেমন—

শুদ্ধাদিগীতিযোগেন রাগাঃ শুদ্ধাদয়ো মতাঃ ॥
ষড়্জগ্রামসমুৎপন্ন শুদ্ধকৈশিকমধ্যমঃ।
শুদ্ধসাধারিতঃ ষড়্জগ্রামো গ্রামে তু মধ্যমে ॥
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামঃ ষাড়বঃ শুদ্ধকৈশিকঃ।
শুদ্ধা সপ্তেতি * * * ॥[১৩]

সঙ্গীত-রত্নাকারের টীকায় সিংহভূপাল বলেছেন যে, ষড়্জগ্রাম থেকে শুদ্ধকৈশিক-মধ্যম, শুদ্ধসাধারিত ও ষড়্জগ্রাম এই তিন এবং মধ্যমগ্রাম থেকে পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষাড়ব ও শুদ্ধকৈশিক এই চার=মোট সাতটি গ্রামরাগের সৃষ্টি।[১৪] পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর 'শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্'-গ্রন্থ এ'গুলিকে ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, শুদ্ধকৈশিক, শুদ্ধপঞ্চম, শুদ্ধকৈশিকমধ্যম, শুদ্ধসাধারিত ও শুদ্ধষাড়ব নামে উল্লেখ করেছেন।[১৫] মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে (পৃ ৮৭) পরোক্ষভাবে এই রাগ তথা গ্রামরাগগুলিকে মুনি ভরতের প্রমাণবাক্যরূপে উল্লেখ করেছেন,—যদিও বর্তমান সংস্করণের কোন নাট্যশাস্ত্রে এই শ্লোকগুলির উল্লেখ প্রায় দেখা যায় না। এ'থেকে নাট্যশাস্ত্রের একটি বৃহৎ সংস্করণ ছিল একথা অনুমান করা যায়। মতঙ্গ বলেছেন,—তথাচাহ ভরতঃ—

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
গর্ভে সাধারিতশ্চৈবাবমর্শে * * তু পঞ্চমঃ ॥
সংহারে কৈশিকঃ প্রোক্তঃ পূর্বরঙ্গে তু ষাড়বম্।
চিত্রস্যাষ্টাদশাঙ্গস্য অন্তে কৈশিকমধ্যমঃ ॥
শুদ্ধানাং বিনিয়োগোঽয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ।

এখানে দুহিন-ব্রহ্মার মতের উল্লেখ পাওয়া যায়, কেননা ব্রহ্মাও একজন প্রাচীন ও বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন। এই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা নন। নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত স্বীকার করেছেন যে, তিনি নাট্যশাস্ত্রের মূলবস্তুগুলি তাঁর পূর্বগ-আচার্য আদিভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং এই আদিভরতই ব্রহ্মাভরত,—যিনি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে আদিনাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। সুতরাং ব্রহ্মা শিক্ষাকার নারদ, কাহল, দত্তিল মুনি ভরত, দুর্গাশক্তি ও মতঙ্গাদির চেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণিক।

এখানে নারদীশিক্ষায় যে সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে (৩য় কণ্ডিকায় ৫-১১ শ্লোকগুলিতে), সেগুলি কারু কারু মতে গ্রামরাগ, গ্রাম কিংবা রাগ কিনা সেই সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের কুড়ুমিয়ামালাই প্রস্তরলিপিতে যে সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে আদিনারদ-রচিত নারদীশিক্ষায় বর্ণিত গ্রামরাগগুলির সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গ্রামরাগের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামরাগগুলি ষড়্‌জাদি গ্রামকে কেন্দ্র (আশ্রয়) ক'রে জাতিরাগ থেকে বিকাশ লাভ করে। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে "জাতিসম্ভূতত্বাৎ গ্রামরাগাণি"-প্রমাণবাক্যে সে'কথা সমর্থন করেছেন।

অনেকে নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগকে সাতটি গ্রাম (Basic Scale) বলেছেন। অনেকে পুনরায় মহাভারত-হরিবংশে উল্লিখিত তিনটি গ্রাম থেকে ছ'টি ('ষড়্‌গ্রামরাগাঃ') গ্রাম এবং খ্রীষ্টীয় ১ম থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত নারদী ও কুড়ুমিয়ামালাই-প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত সাতটি গ্রামরাগ অভিন্ন একথাও বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগের পরিচয় আছে এবং গ্রামরাগেরও উল্লেখ আছে। ভরত ৩২শ অধ্যায়ে বলেছেন—

ততশ্চ কাব্যবন্ধেষু নানাভাবসমাশ্রয়ম্।
গ্রামদ্বয়ং চ কর্তব্যং যথা সাধারণাশ্রয়ম্॥
মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্‌জঃ প্রতি মুখে ভবেৎ।
সাধারিতং তথা গর্ভে বিমর্শে চৈব মধ্যমম্॥
কৈশিকং চ তথা কার্ষ-গানং বির্বহণে বুধৈঃ।
সংনিবৃত্তাশ্রয়ং চৈব রসভাবসমন্বিতম্॥

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতকে মহাভারত ও হরিবংশে ছয়টি গ্রামরাগের উল্লেখ সুস্পষ্ট। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ৮৬ অধ্যায়ে ছালিক্যগানের

সম্পর্কে ছ'টি গ্রামরাগের উল্লেখ করা হয়েছে (৭টি নয়)। তবে গ্রামের বিকাশ-সম্বন্ধে একথাই বলা যেতে পারে যে, প্রথমে একটি গ্রামের মাত্র প্রচলন ছিল সেটি ষড়্‌জগ্রাম। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে, ষড়্‌জগ্রামকে আশ্রয় ক'রে বৈদিক যুগে সামগান বিভিন্ন বৈদিক স্বরে ও পদ্ধতিতে গীত হ'ত। তারপর এল মধ্যমগ্রামের ব্যবহার ও পরিশেষে বিকাশ লাভ করলো গান্ধারগ্রাম। সমাজে কতদিন ষড়্‌জগ্রামের প্রচলন ছিল এবং ঠিক কবে থেকে মধ্যমগ্রামের প্রবর্তন হয় এবং কখন্ থেকে গান্ধারগ্রাম ব্যবহারোপযোগী হ'য়ে প্রবর্তিত হয়েছিল তার সঠিক তারিখ ও ইতিহাস নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈদিক যুগে যখন বৈদিক পাঁচ স্বর থেকে ছয় এবং সাত স্বরে সামগানের রূপ আত্মপ্রকাশ করলো তখনই নাকি ষড়্‌জগ্রামের মাত্র প্রচলন ছিল। এই সিদ্ধান্ত অনেকটা